খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত বেলাল বিন রাবাহ্ রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত বেলাল (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) ফজরের নামাযের সময় হযরত বেলাল (রাঃ)কে বলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তুমি সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক যে কাজ করেছ তা কী? কেননা আমি বেহেশ্‌তে আমার সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, দিনে ও রাতে যখনই আমি ওযু করেছি, আমি সেই ওযুর পর যতটা আমার জন্য সম্ভব ছিল অবশ্যই নামায পড়েছি। আমার দৃষ্টিতে এর চেয়ে আশাব্যঞ্জক আর কোন কাজ আমি করিনি।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, রাতের বেলা আমাকে যখন জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। আমি বললাম, হে জিব্রাঈল! এই পদধ্বনি কার? জিব্রাঈল (সাঃ) বলেন, বেলালের। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, হায়! আমি যদি বেলালের মায়ের গর্ভে জন্ম নিতাম, হায়! বেলালের পিতা যদি আমার পিতা হতো আর আমি বেলাল সদৃশ হতাম। কত উন্নত মর্যাদা সেই বেলালের যাকে এক সময় তুচ্ছ জ্ঞান করে পাথরের ওপর টানাহ্যাঁচড়া করা হতো। হযরত আবু বকর (রাঃ) আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন যে, হায়! আমি যদি বেলাল হতাম।

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ র জন্য কৃত কর্মই অবশিষ্ট থাকবে। আজ বেলালের বংশধর কোথায় আমরা জানি না তাঁর (রাঃ)'র বংশ আছে কিনা; আর যদি থাকেও তবে তারা কোথায়? তাঁর বাড়ি কোথায়? তাঁর (রাঃ)'র কোন সম্পত্তি আমরা দেখি না। তাঁর সম্পত্তি কোথায়? কিন্তু তিনি (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মসজিদে যে আযান দিয়েছিলেন সেই স্মৃতি আজও অম্লান এবং তা চিরদিন অমর থাকবে। এই পুণ্যগুলোই অবশিষ্ট থাকবে।

হযরত বেলাল (রাঃ) কর্তৃক চুয়াল্লিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহায়নে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফ) ৪টি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত হলো, মহানবী

(সাঃ) বলেন, জান্নাত তিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যকুল। তারা হলেন–আলী, আম্মার এবং বেলাল (রাঃ)।

একবার হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার সময় হযরত বেলাল (রাঃ)এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই যে বেলাল, তিনি হলেন আমাদের নেতা। আর তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) কৃত পুণ্যকর্মগুলোর একটি, কেননা তিনি (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে ক্রয় করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন।

হযরত আয়েয বিন আমর থেকে বর্ণিত, হযরত সালমান, হযরত সুহায়েব এবং হযরত বেলাল (রাঃ)এর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যদি অসন্তুষ্ট করে থাক তাহলে নির্ঘাত তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছ।

হযরত আবু মূ সা বর্ণনা করেন, এক মরুবাসী মহানবী (সাঃ)এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি কি আমার সাথে কৃত আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করবেন না? মহানবী (সাঃ) বলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন সে বলে আপনি অনেকবারই 'আবশির' তথা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর বলেছেন। একথা শুনে মহানবী (সাঃ) হযরত আবু মূ সা এবং হযরত বেলালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যেমনটি কারো প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হলে মুখ ফিরিয়ে নেয় তেমনি তিনি সেই বেদুঈন থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি উক্ত দু'জনের দিকে মুখ করে বলেন, সে সুসংবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি তাকে সুসংবাদ দিচ্ছিলাম আর সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব, তোমরা দু'জন এই সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্ র রসূল! আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর মহানবী (সাঃ) একটি পেয়ালা চেয়ে আনেন যাতে পানি ছিল। এই পানি দিয়ে তিনি তার উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কুলি করেন। এরপর বলেন, তোমরা এটি ে থকে পান কর এবং তোমরা উভয়েই নিজেদের মুখ ও বুকে এই পানি ঢেলে নাও এবং আনন্দিত হও। অতঃপর তারা দু'জনই সেই পাত্র হাতে নেন এবং মহানবী (সাঃ) তাদেরকে যেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তারা করেন। পর্দার আড়াল থেকে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাদেরকে ডেকে বলেন, তোমাদের পাত্রে যা আছে তা থেকে তোমাদের মায়ের জন্যও কিছুটা রেখো, অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)এর জন্যও কিছুটা বঁ াচিয়ে রেখো। ফলে, তারা উভয়ে তঁ ার জন্য তা থেকে কিছুটা রেখে দেন।

হযরত আলী বিন আবি তালেব বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ্ তা'লা সাতজন করে নেতা বা অধিনায়ক দান করেন, আর আমি চৌদ্দজন অর্থাৎ দ্বিগুণ নেতা বা অধিনায়ক প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা বললাম, তারা কারা? হযরত আলী (রাঃ)বলেন, আমি, আমার দুই পুত্র, হযরত জাফর, হযরত হামযা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত মুসআব বিন উমায়ের, হযরত বেলাল, হযরত সালমান, হযরত মিক্ব দাদ, হযরত আবু যর, হযরত আম্মার এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

হযরত যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, বেলাল কতই না উত্তম মানুষ, সে সব মুয়া জ্জিনের নেতা। কেবল মুয়াজ্জিনরাই তার অনুসরণকারী হবে আর কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে দীর্ঘ গৃবাবিশিষ্ট হবে মুয়াজ্জিনরাই। হযরত

যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, বেলাল কতই না ভালো মানুষ! শহীদ ও মুয়া জ্জি নদের নেতা তিনি, আর কিয়ামতের দিন হযরত বেলাল সবচেয়ে দীর্ঘ গৃবাবিশিষ্ট হবেন, অর্থাৎ তিনি অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সাঃ) বলেন, জান্নাতের উটনীগুলোর মধ্য থেকে একটি উটনী বেলালকে দেয়া হবে আর তিনি তাতে আরোহন করবেন। হযরত বেলাল (রাঃ)এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বলেন, বেলাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে যে কথাই বলে তা অবশ্যই সত্য হবে আর বেলাল তোমার কাছে ভুল কথা বলবে না, তাই বেলালের প্রতি তুমি কখনোই অসন্তুষ্ট হয়ো না, অন্যথায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন কর্ম গৃহীত হবে না যতক্ষণ তুমি বেলালকে অসন্তুষ্ট রাখবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বলেন, বেলালের দৃষ্টান্ত মৌমাছির ন্যায়, যা মিষ্টি ফল এবং তিক্ত লতাগুল্ম থেকেও রস আহরণ করে, কিন্তু যখন মধু হয় তখন পুরোটাই সুমিষ্ট হয়ে যায়। হযরত বেলাল (রাঃ)এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রাঃ) যখন বিছানায় শুতেন তখন দোয়া পড়তেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার ভুলত্রুটি মার্জনা কর আর আমার দোষত্রুটির বিষয়ে আমাকে অক্ষম মনে কর।

হযরত বেলাল (রাঃ)এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) আমাকে বলেছেন, হে বেলাল! দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর আর সম্পদশালী অবস্থায় যেন মৃত্যুবরণ করো না। আমি নিবেদন করলাম দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব আর সম্পদশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব না–এ কথাটি আমি বুঝতে পারি নি, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তোমাকে যে রিয্ক দান করা হয় তা তুমি সঞ্চয় করে রেখো না আর যে জিনিসই তোমার কাছে চাওয়া হয় তা দিতে তুমি অস্বীকৃতি জানিও না। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্ র রসূ ল (সাঃ)! আমি যদি এমনটি না করতে পারি তাহলে কী হবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, এমনই করতে হবে অন্যথায় ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অর্থাৎ কোন ভিখারী কে খালি হাতে ফেরাবে না। এছাড়া এমন যেন না হয় যে, শুধু সঞ্চয় করবে আর ব্যয় করবে না। অর্থাৎ ব্যয় করাও আবশ্যক। হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে বিশ হিজরীতে সিরিয়ার দামেস্কে হযরত বেলাল (রাঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন। কারো কারো মতে তিনি হালাব-এ মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ষাটের অধিক। কারো কারো মতে হযরত বেলাল ১৮ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। দামেস্কের কবরস্থানে বাবুস্ সগীরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন দামেস্কে কিছু মানুষ একত্রিত হয়, হযরত উমর (রা.)ও তখন দামেস্ক-এ এসেছিলেন, ঘটনাক্রমে তিনি সেখানে সফরে ছিলেন। মানুষজন তাঁর অর্থাৎ হযরত উমর (রাঃ)এর কাছে নিবেদন করে যে, আপনি বেলালকে আযান দিতে বলুন। হযরত উমর (রাঃ)বেলালকে ডাকেন এবং বলেন, মানুষ আপনার আযান শুনতে চায়। তিনি (রাঃ)উত্তরে বলেন, আপনি যুগ খলীফা। আপনি চাইলে আমি আযান দিচ্ছি, কিন্তু আমি এটিও বলে রাখছি যে, আমার মাঝে তা সহ্য করার শক্তি নেই। অতএব হযরত বেলাল দাঁড়িয়ে যান এবং সু উচ্চকণ্ঠে ঠিক সেভাবে আযান দেন যেভাবে তিনি মহানবী (সাঃ)এর যুগে আযান দিতেন। আযান শুনে মহানবী (সাঃ)এর যুগের কথা স্মরণ করে তাঁর আরব সাহাবীগণের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে আর কেউ কেউ চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। হযরত বেলাল আযান শেষ করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়েন–এই প্রভাব পড়েছে তাঁর ওপর, আর কয়েক মিনিট পরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। যারা তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ ডাক শু নেছে এবং এর যে প্রভাব তারা প্রত্যক্ষ করেছে, সেটি তাদের মাঝে এ বিশ্বাস সঞ্চার করেছে যে, তাদের নিজেদের জাতিও তাদেরকে সে ভাবে ভালোবাসতে পারে না যেরূপভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে ভালোবাসতেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, ইনি ছিলেন আমাদের সৈয়্যদনা বেলাল, যিনি নিজের মনিব ও অনুসরণীয় নেতার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার আর আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদকে নিজ হৃদয়ে গ্রথিত করা এবং তার ব্যবহারিক প্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবং পবিত্র আদর্শ। এছাড়া নিজের এই সেবকের প্রতি মহানবী (সাঃ)এর ভালোবাসা ও স্নেহের উপাখ্যানও পৃথিবীর আর কোথাও আমরা দেখতে পাই না। এটিই সেই বিষয় যা আজও প্রেম ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে ত পারে এবং দাসত্বের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করতে পারে। সুতরাং আজও তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং রসূলে আরব (সাঃ)এর প্রতি ভালোবাসার উক্ত মানে উপনীত হওয়াতেই আমাদের মুক্তি নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। হযরত বেলালের স্মৃতিচারণ আজ এখানে শেষ হচ্ছে।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মোহতরম তৈয়ব ইয়াকূব সাহেবের পুত্র ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো-র মুবাল্লেগ মওলানা তালেব ইয়াকূব সাহেব, সাবেক ওকিলুল মাল সালেস এবং নায়েব সদর মজলিসে তাহরীকে জাদীদ মুকাররম ইঞ্জিনিয়ার ইফতেখার আলী কুরায়শী সাহেব, মৌলভী হাকিম খুরশিদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা সাহেবা, কাদিয়ানের নায়েব নাযের বায়তুল মাল মুহাম্মদ মনসুর আহমদ সাহবের পুত্র মুকাররম মুহাম্মদ তাহের আহমদ সাহেব, ইন্টারন্যাশনাল জামেয়া আহমদীয়া ঘানার শিক্ষক মির্যা খলীল আহমদ বেগ সাহেবের পুত্র স্নেহের আকীল আহমদ-এর গায়েবে জানাযা আদায়ের ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
25 September 2020

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org